টেলিফোন ঃ ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট

ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Regd. No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎ চন্দ্র পণ্ডিত

(দাদাঠাকুর)

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্

রঘুনাথগঞ্জ

হেড অফিস—**সদরঘাট** * ব্রাঞ্চ—**ফুলতলা**

বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল,
রিম্না স্পেয়ার পার্টস, বেবী সাইকেল,
পেরামবুলেটর প্রভৃতি ক্রয়ের
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

★

সুদক্ষ কারিগর দ্বারা যত্নসহকারে সাইকেল
মেরামত করিয়া থাকি।

৫৯শ বর্ষ
৪৯শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১২ই বৈশাখ, বুধবার, ১৩৮০ সাল।
২৫শে এপ্রিল, ১৯৭৩

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৪৲, সডাক ৫৲

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর) ক্রোড়পত্র সংবলিত

গঙ্গা-ভাঙ্গন প্রতিরোধ প্রকল্পের শিলান্যাস

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

রঘুনাথগঞ্জ, ২৩শে এপ্রিল—আজ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায় নয়নসুখ-হাজারপুর, খড়কাটি (কুতুবপুর) এবং মিঠিপুরে গঙ্গা-ভাঙ্গন প্রতিরোধ প্রকল্পের শিলান্যাস করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন কৃষিমন্ত্রী আবদুস সাত্তার এবং সেচমন্ত্রী আবু বরকত আতাউর গণি খান চৌধুরী। এই উপলক্ষে আয়োজিত জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে, ফরাক্কায় তাঁরা ইঞ্জিনীয়ারদের সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলেন। সেখানে ভাঙ্গন প্রতিরোধের ব্যাপারে পরীক্ষামূলক একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নদীর স্রোত ডানদিকে এবং বাঁ দিকে ভাগ করে দিতে হবে। এখন ঐ স্রোত সম্পূর্ণ ডানদিকে চেপে বইছে। এই ব্যবস্থায় সুফল পাওয়া যেতে পারে। তবে বর্ষার আগে ভাঙ্গন প্রতিরোধের জন্য যে দেড় কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে সেই টাকাটা কাজে লাগাবার জন্য নয়নসুখ থেকে খান্দুয়া পর্যন্ত চার জায়গায় এক হাজার ফুট এলাকায় স্পারের ব্যবস্থা করা হবে। কেবলমাত্র কুতুবপুরেই ৫০ লক্ষ টাকা খরচ করে ১০টি স্পার তৈরী করা হবে। আজ শ্রীরায় শিলান্যাসের পর গঙ্গাবক্ষে পাথর ছুঁড়ে ভাঙ্গন প্রতিরোধের সূচনা করেন। তাঁরা যখন লঞ্চযোগে আসছিলেন তখন হাজার হাজার মানুষ কীর্তিনাশার ভাঙ্গা পারে দাঁড়িয়ে তাঁদের অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন। সেচমন্ত্রী বলেন, "আমরা রাজনীতি চাই না—চাই সমাধান।" কৃষিমন্ত্রী বলেন, "এই ভাঙ্গন রোধ করতেই হবে।" সভাগুলিতে পৌরোহিত্য করেন মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস সভাপতি আজিজুর রহমান।

জঙ্গিপুর মহকুমা বন্ধ্

এম, এল, এ সহ সতরজন গ্রেপ্তার, সাংবাদিক সম্মেলন

মহকুমা শাসকের ব্যবহারে স্থানীয় নেতারা ক্ষুব্ধ

রঘুনাথগঞ্জ, ১৯শে এপ্রিল—জঙ্গিপুর মহকুমা গঙ্গা-ভাঙ্গন প্রতিরোধ ও পুনর্বাসন কমিটির ডাকে গতকাল মহকুমাবাসী (সাগরদীঘি থানা বাদে) শান্তিপূর্ণভাবে বারো ঘণ্টা বন্ধ্ পালন করেন। রঘুনাথগঞ্জ, জঙ্গিপুর, ধুলিয়ান প্রভৃতি শহরের সমস্ত দোকানপাট, বাজার, যানবাহন এবং অধিকাংশ সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থাগুলি বন্ধ রাখা হয়। জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনে ৩৪৭নং আপ হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি প্যাসেঞ্জার ট্রেন আটকে দেওয়া হয়। কমিটির

(সপ্তম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ফরাক্কা ব্যারেজ বিদ্যালয়ের রাজনীতিতে ছাত্ররা প্রধান শিক্ষকের হাতিয়ার— অথচ অভিভাবকেরা উদাসীন

ফরাক্কা, ১৭ই এপ্রিল—ফরাক্কা ব্যারেজ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের তিনজন শিক্ষককে চক্রান্ত করে তাড়াবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে প্রধান শিক্ষক শ্রীডি, পি, রায়ের বদলির নির্দেশ এসেছে। এই নির্দেশ পাওয়ামাত্র নিজের মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য তিনি কিছু সংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে হাত করে একের পর এক অবদান রেখে যাচ্ছেন। যার ফলে বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষক-শিক্ষিকাকে অপদস্থ করার জন্য ছাত্রদের দিয়ে দেওয়াল লিখন, পরীক্ষায় অবাধ নকলের সহায়তা, স্কুলের আসবাবপত্রের ক্ষতিসাধন এমন কি সাতজন

(সপ্তম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আমরা প্রত্যেকেই রিটার্ণ টিকেট কেটে এই দুনিয়ায় এসেছি। মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে চলে যেতে হবে। —দাদাঠাকুর

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১২ই বৈশাখ বুধবার সন ১৩৮০ সাল।

১৩ই বৈশাখের প্রত্যাবর্ত্তন

১৩ই বৈশাখ আবার ফিরিয়া আসিতেছে। ১৩৭৫ সালের এই দিনেই দাদাঠাকুর অমরধামে মহাপ্রস্থান করেন। সেদিনই ছিল তাঁহার জন্মদিন। একই তারিখে তাঁহার আগমন এবং পৃথিবীর পান্থশালা হইতে প্রত্যাবর্তন। মহাকালের অনন্ত গতিপথের এক পথিক কালসাগরের বুকে একটি বুদ্বুদের চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছিলেন। গ্রাম বাংলা তাঁহার মাধ্যমে একটি রূপরেখা লাভ করিয়াছিল।

কর্মই তাঁহার ব্রত, ফলের প্রয়াসী তিনি ছিলেন না। বস্তুতঃ এই মন্ত্রেই তাঁহার জীবনযাত্রা শুরু হয়। জীবনের কুটিল গতিপথ ও তাহার নানা বিড়ম্বনার অধ্যায় তাঁহাকে ঋজু রাখিতে পারিয়াছিল। আঘাত-সংঘাত দিয়াছিল তাঁহাকে বজ্রকঠিন চরিত্র আর অন্যদিকে গড়িয়াছিল তাঁহার কুসুমকোমল প্রাণ। শুধু কথায় নয়, গানে নয়, লেখায় নয়; তাঁহার সকল কাজেই পাই একদিকে কঠোর দৃঢ়তা, অন্যদিকে কচি কিশলয়ের পেলবতা। যে দুঃখ পাইয়াছে, কষ্ট পাইয়াছে, অত্যাচার ভোগ করিয়াছে, সেখানে তিনি শিশুর মত অনুভূতিপ্রবণ; আর অন্যায়-অবিচারের ক্ষেত্রে তাঁহার সরব প্রতিবাদ তাঁহাকে অন্যরূপে চিত্রিত করিয়াছে। সেই ভয়ঙ্কর রুদ্রমূর্তির সম্মুখে দাঁড়াইবার সাহস তথাকথিত অন্যায়কারীর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

আজ নানাদিকে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার নানা কথা শুনা যায়। তাই আজ দেশে কত না রাজনৈতিক দল। আপন আপন রাজনীতির আদর্শ প্রতিষ্ঠায় তৎপরতার শেষ নাই। কিন্তু বহুপূর্বে যখন দেশে সাম্যবাদ সম্পর্কে গ্রামীণ মানুষ সম্পূর্ণ অচেতন, তখন দাদাঠাকুরের কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছিল জনজাগরণের অমর বাণী—'বাঁশি বাজ রে বাজ, বাবুরা সব মোদের কাছে হার মানিবে আজ।' তাঁহার এই বাঁশির সুরে স্বার্থান্বেষী হৃদয়হীন ও শোষক ধনিক সম্প্রদায়ের বুক কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। সাম্যবাদের যে গান তৎকালে তিনি গাহিয়াছিলেন, তাহা পুঁজিবাদী ধনতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে সার্থক জেহাদ ঘোষণা। আমলাতন্ত্রের জুলুমবাজী, জাতিভেদ প্রথার তুচ্ছ সঙ্কীর্ণতা প্রভৃতিতে তাঁহার প্রতিবাদ সোচ্চার ছিল। শুধু প্রতিবাদ বা কেন, তিনি অনেক সময় ইহার প্রতিবিধানও করেন। নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া তিনি ইংরাজ শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী মানুষদের গোপনে যেভাবে সাহায্য করিতেন, তাহা গল্প হইলেও সত্য।

সমাজের নানা অসঙ্গতি ঘৃণধরা নীতি তাঁহাকে অত্যন্ত ব্যথিত করিত। হাস্যপরিহাস ছলেও তিনি যাহা বলিতেন, তাহাতে আমরা ইহা লক্ষ্য করিতাম। জাতিকে সুগঠিত হইবার জন্য কত কথাই না তিনি হাসির ছলে বলিয়াছেন।

নিতান্ত দরিদ্র পরিবারের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠালাভ তাঁহার নিরলস কর্মের ফল। 'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকাখানি ছিল তাঁহার অতি আদরের সামগ্রী। তাঁহার সরল জীবনযাত্রা এই পত্রিকার বহিরঙ্গে প্রতিফলিত। তাঁহার ব্যক্তি জীবনের সাদাসিধা, অতি অনাড়ম্বর চালচলন আজিকার যে কোন প্রতিষ্ঠাবান বাঙ্গালীর পক্ষে অনুকরণীয়। স্পষ্টবাদিতা, নির্ভীকতা, স্বাবলম্বিতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, অন্যায়ের প্রতি সংগ্রামশীল মন আজিকার দিনে এক দুর্লভ বস্তু। প্রকৃতপক্ষে এইগুলিই জাতীয় চরিত্র গঠনে নিতান্ত অপরিহার্য। দাদাঠাকুর এই সব গুণের অধিকারী ছিলেন। সমাজ জীবনের এক মহা অন্ধতায় জাতির চরিত্রে এই সকল গুণ নিতান্তই প্রয়োজন।

১৩ই বৈশাখ আসিয়াছে, আসিবেও। দাদাঠাকুরের পূতচরিত্র আমাদের মধ্যে অনির্বাণ দীপশিখার কাজ করিবে। গ্রাম-বাংলার স্নেহ পুত্তলীর অমর আত্মার প্রতি আমরা ভক্তি বিনম্র প্রণাম জানাই।

পুরাতনী

সম্পাদনা : শ্রীমৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

বঙ্গের ভাগ্য বিধাতা

আমাদের সর্ব্বজনপ্রিয় গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল মহোদয়ের কার্যকাল শেষ হইয়া আসিতেছে। তাঁহার স্থানে লর্ড রোণাল্ডশে নিযুক্ত হইয়া আসিতেছেন। লর্ড কারমাইকেল মহোদয় যেভাবে এতদিন কার্য্য পরিচালনা করিলেন, তাহাতে দেশবাসী তাঁহাকে ছাড়িতে চাহিতেছে না। তাঁহার কার্য্যকাল বাড়াইয়া দিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা চলিতেছে। যাহাতে লর্ড রোণাল্ডশের নিয়োগ না হয়, তজ্জন্য ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের পক্ষ হইতে শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিলাতে প্রতিবাদ-পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। ভারতবাসী যে সকল ন্যায্য অধিকারের জন্য রাজানুগ্রহের প্রত্যাশী, ইনি নাকি তাহার বিরুদ্ধভাবের পরিচয় দিয়াছেন। আমাদের কেরাণীকুলের—তথা বাবুবৃন্দের প্রতি ইনি বিশেষ বিরূপ। পত্রান্তরে প্রকাশ, "লর্ড রোণাল্ডশের বাবুবিদ্বেষ তাঁহার রচিত গ্রন্থাদিতে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। বাবু অর্থে শুধু বাঙ্গালী নয় কিন্তু এ দেশের যে কোন জাতীয় কেরাণী। একখানি গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন—রাওলপিণ্ডীতে তিনি টঙ্গা ভাড়া করিতে গিয়াছিলেন। টঙ্গায় চড়িয়া কাশ্মীরে যাইবেন। টঙ্গা অফিসের বাবু প্রথমে এত অল্প সময়ের মধ্যে টঙ্গা দিতে অস্বীকার। বাবু-জাতিকে লক্ষ্য করিয়া লেখক বলিয়াছেন, তাহারা কোন কাজই সহজে করিতে চায় না। অবশেষে বাবুকে কয়েকটী রজত মুদ্রা দক্ষিণা দিয়া টঙ্গা পাওয়া গেল। যে ভাষায় তিনি লিখিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত ঘৃণাব্যঞ্জক।"

জঙ্গিপুর সংবাদ
২৮।৮।১৩২৩ ইং ১৩।১২।১৯১৬

জঙ্গিপুরের নাট্য আন্দোলনের ইতিহাস

—শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়

(২১)

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যাল রিলিফ কমিটির প্রযোজনায় নাট্য আন্দোলনের ৫ম বর্ষ সুরু হল ১৯৪৩ সালে তারাশংকরের "দুই পুরুষ" নাটকের মাধ্যমে। রহমন সাহেব তখন মহকুমা-শাসক। এই নাটক ডিসেম্বর মাসে বড় দিনের সময় দুই রাত্রি অভিনয় হয়। অনেক নতুন শিল্পী এই অভিনয়ে যোগদান করেন। পরিচালনার দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত হয়। ভূমিকালিপি ছিল এই প্রকার :— নুটু মোক্তার ডাঃ গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায়, মহাভারত বিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, শিবনারায়ণ আমি, সুশোভন বট চন্দ্র (পরবর্ত্তী অভিনয়ে বিশ্বনাথ দাস) গুপী নায়েব জ্ঞানবাবু উকিল, দেবনারায়ণ রামপদ চন্দ্র, এছাড়া প্রবীর মাল, মনি দাস, পঙ্কজ সরকার, অমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রাতা ভরত। গুপী নায়েব ও নুটু মোক্তারের ভূমিকায় জ্ঞানবাবু ও মনি ডাক্তারের অভিনয় চমৎকার হয়েছিল। দর্শকেরা এই নাটক দেখে সকলেই সুখ্যাতি করেন।

(২২)

রহমন সাহেব রিলিফ কমিটির সভাপতি ছিলেন। "দুই পুরুষের" সাফল্য দেখে নতুন নাটকের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। "সিরাজউদ্দৌলা" নাটক নির্বাচন করা হল। যাবতীয় করণীয় কার্য্যের ভার আমার উপর অর্পণ করা হল। সরাইখানাবাটীতে মহলা আরম্ভ করলাম। কলিকাতার একজন শিল্পী নির্মল চট্টোপাধ্যায় সৌখীন সম্প্রদায়ে সিরাজের ভূমিকায় প্রচুর নাম করেছিলেন। তাঁকে সিরাজের ভূমিকায় নির্বাচন করা হল এবং আলেয়ার ভূমিকায় কলিকাতার একজন শিল্পীকে আনা হল। নির্মল চট্টোপাধ্যায় পরবর্ত্তীকালে রংমহলের শিল্পী সংঘে যোগদান করেছিলেন। ১৯৪৪ সালে ডিসেম্বর মাসে এই নাটক মঞ্চস্থ করা হয়। সিরাজ ও আলেয়ার অভিনয় দেখার জন্য বিপুল জনসমাগম হয়। গোলাম হোসেন ও ওয়াট্‌সের ভূমিকায় জুট ইন্সপেক্টর অধীর লাহিড়ী ও ডাঃ গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায় প্রচুর সুনাম অর্জন করেন।

(২৩)

১৯৪৫ সালে টিপুসুলতান ধরা হল। আমি ডাঃ জীতেন রায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে মোটামুটি ভূমিকা-লিপিও স্থির করে ফেললাম। হায়দার আলি আমি, টিপু অধীর লাহিড়ী, (পরবর্ত্তী অভিনয়ে ডাঃ গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায়), নানা ফারনবিশ ডাঃ গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিষি বিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, করিমশা অম্বিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, মোয়াজ্জেম, আলেক ও পেশোয়া সতীপতি, কৈলাশপতি ও বিশ্বপতি, অন্যান্য ভূমিকায় ধীরেন ডাক্তার, পঙ্কজ সরকার, প্রবীর ও রামপদ চন্দ্র। ঝড়ুবাবু উকিল ব্রেথওয়েটের পাঠ করেন। মসিয়েলালি—নবাব সাহেব, তিনি পূর্বে কখনও অভিনয় করেননি। লালির মত কঠিন ভূমিকায় তিনি চমৎকার অভিনয় করে সকলকে অবাক করে দিয়েছিলেন। তিনি সেই সময় এখানে সার্কেল অফিসার ছিলেন। কর্ণওয়ালীশ ও ওয়েলেশ্‌লীর ভূমিকায় রূপদান করেছিলেন সাব ডেপুটী ম্যাজিসট্রেট বিপিন নাথ ও হাসপাতালের ডাক্তারবাবু রাজেন চট্টোপাধ্যায়। নাটক আরম্ভের পূর্বে দাদাঠাকুর একটি সুন্দর ভাষণ দেন। তিনি বলেন, 'এই দলের অধিকারী হচ্ছে পশুপতি, এরা পাঁচ ভাই নাটকের শিল্পী। এক পরিবারেই এ রকম শিল্পী সমন্বয় বড় একটা দেখা যায় না।' "সিরাজউদ্দৌলা"য় অভূতপূর্ব জনসমাগম দেখে প্রথম রাত্রি মফস্বল দর্শকদের জন্য দ্বিতীয় রাত্রি শহরের দর্শকদের জন্য বন্দোবস্ত করা হয়। এরপর রহমন সাহেব বদলি হয়ে যান। তিনি ষ্টেজ কমিটি স্থাপন করে যান। "সিরাজউদ্দৌলা" "টিপুসুলতান" ষ্টেজ কমিটির প্রযোজনায় অভিনীত হয়েছিল। ১৯৪৫ সালে নাট্য আন্দোলনের ৫ম বর্ষের এইখানেই সমাপ্তি।

(ক্রমশঃ)

আধুনিক
ডিজাইনের
বিয়ের কার্ড
পণ্ডিত-প্রেসে পাবেন

গুলিভর্ত্তি ব্যারেল উদ্ধার

সাগরদীঘি, ১৩ই এপ্রিল—গতকাল এই থানার ঘুঘরিডাঙ্গা গ্রামের জনৈক চৌকিদার গুলিভর্ত্তি একটি এস, বি, বি, এল গান ব্যারেল (নং ডব্লিউ, ডব্লিউ, পি, টি-১২০) থানায় জমা দেন। প্রকাশ, বন্দুকের ঐ ব্যারেলটি ঘুঘরিডাঙ্গার সুজিশ মাঝি নামে একজন সাঁওতাল আজিমগঞ্জ ষ্টেশনের কাছে রেল লাইনের ধারে পরে থাকতে দেখে এবং কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ঐ গ্রামের রাজকুমার ঠাকুর ও অর্দ্ধেন্দু মজুমদারকে দেয়। পরে তাঁরা চৌকিদার মারফৎ ব্যারেলটি জমা দেবার জন্য থানায় পাঠিয়ে দেন। থানার মালখানায় ব্যারেলটি জমা করা হয়েছে।

দাবী না মানলে যুব কংগ্রেস এবং ছাত্র-পরিষদ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামবেন

সাগরদীঘি, ১৭ই এপ্রিল—খরাপীড়িত অঞ্চলের ছাত্রদের বেতন মকুব করতে হবে, জি, আর বাড়াতে হবে, টি, আর-এর কাজ চালু করতে হবে, বেকারদের চাকরী দিতে হবে, গ্রামাঞ্চলে লঙ্গরখানা খুলতে হবে এবং স্বৈরাচারী আমলাতন্ত্রের অবসান ঘটাতে হবে—এই ছয় দফা দাবী পূরণ না করা হলে সাগরদীঘি ব্লক ছাত্র-পরিষদ এবং যুব-কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামবেন। গতকাল এখানে ব্লক কংগ্রেসের অফিসে জেলা ছাত্র-পরিষদের সম্পাদক শ্রীচিত্ত মুখার্জীর সভাপতিত্বে এক ঘরোয়া বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, তাঁদের ছয় দফা দাবী সম্বলিত একটি স্মারক-লিপি জেলা-শাসক, মহকুমা শাসক এবং উন্নয়ন সংস্থাধিকারিদের নিকট পেশ করা হবে। তাঁরা যদি তাঁদের দাবীগুলি পূরণ না করেন তবে দশজন করে ছাত্র-যুব সংঘবদ্ধভাবে আন্দোলন চালাবেন এবং জেলা-শাসক, মহকুমা-শাসক ও উন্নয়ন সংস্থাধিকারিদের অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হবে এবং গণ অবস্থান শুরু করা হবে।

তাঁত শিল্পীদের মিছিল

রঘুনাথগঞ্জ, ১৭ই এপ্রিল—সাত দিনের মধ্যে সুতো সরবরাহের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে হবে, অন্তর্বর্ত্তী-কালীন ও পরবর্ত্তী সময়ে অন্ততঃপক্ষে দুই পক্ষকাল খয়রাতি সাহায্য চালু করতে হবে, ডলের সুতো সরবরাহের জন্য এলাকা ভিত্তিক 'এজেন্ট' মারফৎ ব্যবস্থা করতে হবে, সুতো সরবরাহের অচল অবস্থা-হেতু ক্ষতিগ্রস্ত শিল্পীদের মূলধন হিসেবে অনুদান ও ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং মিল মালিক-দের কাটা কাপড় বিক্রী বন্ধ করতে হবে—এই পাঁচ দফা দাবীর ভিত্তিতে সুলতানপুর, অরঙ্গাবাদ, নিমতিতা, চাচণ্ড, সেরপুর প্রভৃতি অঞ্চলের প্রায় তিন হাজার তাঁত শিল্পীর একটি মিছিল আজ মহকুমা-শাসকের অফিসের সামনে জমায়েত হলে মহকুমা-শাসক তাঁদের দাবীগুলি পূরণের আশ্বাস দেন। সমবেত মিছিলকারীদের সামনে শিবু সান্যাল সহ কয়েকজন আর, এস, পি নেতা তাঁদের বক্তব্য রাখেন।

পুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নারীসমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠায় এগোতে হবে —কনক মুখার্জী

বহরমপুর, ৮ই এপ্রিল—আজ গ্র্যাণ্ট হল ময়দানে গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির ৩য় বার্ষিক সম্মেলনের শেষ দিনে প্রকাশ্য অধিবেশনে ভাষণ দিতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা সমিতি শাখার সম্পাদিকা শ্রীমতী কনক মুখার্জী বলেন যে সমাজে সমান অধিকার আদায়ের জন্য পুরুষদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আন্দোলনে নামতে হবে। তিনি আরও বলেন যে, ক্ষমতাশীল রাজনৈতিক নেতারা নারী বলতে ইন্দিরা গান্ধী, নন্দিনী শতপথী, বিজয়-লক্ষ্মী পণ্ডিতদেরকেই বোঝেন, সাধারণ নারীদের বোঝার চেষ্টা করেন না। আজকের সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য নারী-পুরুষ উভয়কেই সমানভাবে আন্দোলনের পথে নামতে হবে। তিনি প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন যে, পুলিশ, সি, আর, পি এবং কংগ্রেসী গুণ্ডাদের হাতে নির্যাতিতা নারী-দের নিয়ে প্রধান মন্ত্রীর সাথে দেখা করে দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানিয়েছিলাম কিন্তু প্রায় এক বৎসর হতে চললো কোন প্রতিকার হল না।

জেলা কমিটির পক্ষ থেকে শ্রীমতী ঝর্ণা রায় বলেন যে, এই জেলাতেই বিভিন্ন আন্দোলনের সময় সকল সম্প্রদায়ের মেয়েরা তাঁদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তাঁরা লড়েছেন। মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির রাজ্য কমিটির সম্পাদক শ্রীপ্রমোদ দাসগুপ্ত তাঁর ভাষণে বলেন যে, গত কয়েক বৎসরের আন্দোলনে নারীরা তাঁদের স্বামী, পুত্র হারিয়েছেন এবং ইজ্জত খুইয়েছেন বলেই তাঁর দল গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতিকে সমর্থন জানায়। নারী-সমাজের পুনর্গঠনের কোন বক্তব্য কংগ্রেস সরকার বিগত ২৫ বৎসরে রাখেননি। নারীর পরিধি এখন রান্নাঘর অথবা আতুর ঘরেই সীমাবদ্ধ নয়। তাঁদেরকে মুক্ত করতে না পারলে দেশে প্রকৃত সমাজতন্ত্র এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তাঁদেরকে পুরুষদের সাথে সমানভাবে শিক্ষিত এবং সচেতন করতে পারলেই সমাজে তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। বর্ত্তমান সরকারের সমালোচনা করে শ্রীদাশগুপ্ত বলেন, "এই সরকার ৪০ হাজার লোককে 'এলাকা' ছাড়া করিয়েছে। সাধারণ কারচুপির চেয়ে এই সরকারের কারচুপি এবং জালিয়াতির মৌলিক পার্থক্য থাকার জন্যই আমরা বিধানসভায় যাচ্ছি না।" এছাড়া সভায় ভাষণ দেন নবনির্বাচিত সম্পাদিকা শ্রীমতী শ্বেতা চন্দ্র এবং সভাপতি শ্রীমতী বেলা সরকার।

এই সম্মেলনে ৫৫ জন সদস্যাকে নিয়ে জেলা-পরিষদ গঠন করা হয়েছে এবং শোক প্রস্তাব, নিরক্ষরতা দূরীকরণসহ তেরটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। বর্ত্তমানে জেলায় এই সমিতির সদস্যা সংখ্যা সাড়ে তিন হাজার এবং সমগ্র রাজ্যে এই সংখ্যা কুড়ি হাজার।

রঘুনাথগঞ্জে নূতন ডাকঘর

রঘুনাথগঞ্জ, ২০শে এপ্রিল—গত ১৭ই এপ্রিল সদর হাসপাতালের উত্তর দিকে "ম্যাকেঞ্জী পার্ক" নামে নূতন একটি ডাকঘরের উদ্বোধন হল। নূতন ডাকঘর খোলায় হাসপাতাল ও তার আশেপাশের জনসাধারণের বহুদিনের অভাব মিটল। ডাক ও তার বিভাগের কাছে আমাদের অনুরোধ তাঁরা গনকর ডাকঘরটিকে বিভাগীয় ডাকঘরে পরিণত করুন এবং সুজাপুর, আইলের উপর ও শ্রীকান্তবাটী ডাকঘরগুলি যত শীঘ্র সম্ভব খুলবার ব্যবস্থা করে স্থানীয় জনসাধারণের অসুবিধা দূরীকরণে সাহায্য করুন।

হত্যার দায়ে কারাদণ্ড

বাহাগলপুর, ১২ই এপ্রিল—গত বছরের জানুয়ারী মাসে এই গ্রামের কয়েকজন দুর্বৃত্ত গ্রামের প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি হিসাবদি সেখকে হত্যা করার অপরাধে গত ৫ই এপ্রিল বহরমপুর দায়রা জজের আদালতের সহকারী বিচারপতি আসামীদের মধ্যে তিনজনকে দোষী সাব্যস্ত করে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন। আসামীদের মধ্যে সাজ্জেদ সেখকে সাত বছর এবং রাইসুদ্দিন ও গিয়াসুদ্দিন সেখকে দুই বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন।

গ্রামে বসন্তের টীকা ঠিকভাবে দেওয়া হচ্ছে না

বাহাগলপুর, ১২ই এপ্রিল—এই অঞ্চলে বসন্তের প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়া সত্ত্বেও গ্রামে টীকাদানের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে না। এই গ্রামের জন্য একজন মাত্র টীকাদার নিযুক্ত আছেন। কিন্তু দীর্ঘ তিন-চার মাস পার হয়ে গিয়েছে অথচ এখন পর্যন্ত গ্রামের এক-চতুর্থাংশ বাড়ীতে টীকা দেওয়া শেষ হয়নি। এই গ্রামে প্রায় চার হাজার লোকের বাস অতএব অন্ততঃ দু'জন টীকাদার অবিলম্বে নিযুক্ত করা দরকার।

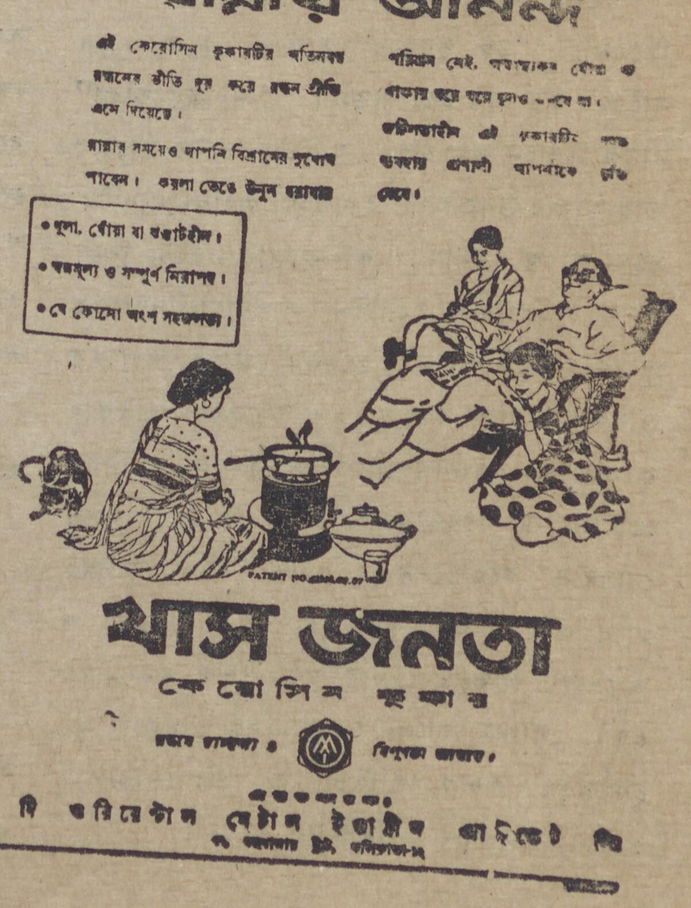

নোটিশ

মুর্শিদাবাদ কো-অপারেটিভ ল্যাণ্ড মর্গেজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড, বহরমপুর।

এতদ্দ্বারা সকল স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে নোটিশ দেওয়া যাইতেছে যে নিম্নে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত নিম্ন তপশীল বর্ণিত জমি মুর্শিদাবাদ কো-অপারেটিভ্ ল্যাণ্ড মর্গেজ ব্যাঙ্কে বন্ধক দিয়া দীর্ঘমেয়াদী ঋণের জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন। এই বিষয়ে যদি কাহারও কোন আপত্তি থাকে তবে ৩০।৪।৭৩ তারিখের মধ্যে যে কোন দিন অফিস কার্য্যকালে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সহিত উপরে উল্লিখিত অফিসে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের আপত্তির বিষয় অবগত করাইবেন।

যে সকল জমি বন্ধক দেওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে তাহার বিবরণ :—

দরখাস্তকারীর নাম ও ঠিকানা এবং প্রার্থিত কর্জ্জের পরিমাণ	থানা	পরগণা	তৌজ নং	রেঃ সাঃ নং	জে, এল নং	মৌজা	খতিয়ান নং (হাল)	সম্পূর্ণ দাগ নং সমূহ (হাল)	পরিমাণ একঃ শতক	দেয় খাজনা	খতিয়ানে উল্লিখিত মালিকের নাম
(ক) মেছের মণ্ডল গ্রাম—যুগোর থানা—সাগরদীঘি জেলা—মুর্শিদাবাদ প্রার্থিত কর্জ্জের পরিমাণ ১৫০০·০০ টাকা।	সাগরদীঘি	রুকুনপুর	২৭২১	২২৩	৮৫	কুন্দর	৬১৪	৮১	১·৫৬	৫·০০	মেছের মণ্ডল
(খ) ১। শ্রীসুনীলকুমার ঘোষ ২। শ্রীরসময় ঘোষ ৩। শ্রীমাণিক ঘোষ ৪। শ্রীমন্টুকুমার ঘোষ ৫। শ্রীমতী তুলসীবালা ঘোষ ৬। শ্রীভূপতি ঘোষ গ্রাম—হলদী থানা—বড়ঞা জেলা—মুর্শিদাবাদ প্রার্থিত কর্জ্জের পরিমাণ ৪০০০·০০ টাকা।	বরোয়া	স্বরূপসিং	৭	১৮	২৮	হল্‌দী	৭৪	১০৫, ১০৮, ১৫০, ৫৬৯, ৫৭৫, ৬০৯, ৭০৫, ৯৭১, ১১৪৭, ১১৭০, ১১৭৪, ১১৭৬, ১১৯৮, ১৫১৫, ৫৬৭	৪·৩৪	১৪·৫০	১। সুদর্শন ঘোষ ২। ভূপতি ঘোষ ৩। শ্রীপতি ঘোষ ৪। সুনীলকুমার ঘোষ ৫। রসময় ঘোষ ৬। মাণিকচাঁদ ঘোষ ৭। মন্টু ঘোষ
(গ) শ্রীনবনীধর ঘোষ গ্রাম—হল্‌দী থানা—বরোয়া জেলা—মুর্শিদাবাদ প্রার্থিত কর্জ্জের পরিমাণ ৩৮০০·০০ টাকা॥	বরোয়া	স্বরূপসিং	৭	১৮	২৮	হলদী	৩০১/১	১৪০৪, ৩৫৯, ৪৩৩, ৫১৩, ৬১১, ৬১৩, ৬৪০, ৬৪৭, ৬৭৩, ৫৬৭, ৭২৩, ৭২৭, ১১০২, ১১০৫, ৯৮, ১১০৯, ১১২৪, ১১৩২, ১২৪২	৩·১৩	১৭·৫৮	নবনীধর
(ঘ) শ্রীশম্ভুনাথ সেন গ্রাম—মির্জাপুর থানা—বড়ঞা জেলা—মুর্শিদাবাদ প্রার্থিত কর্জ্জের পরিমাণ ৩৮০০·০০ টাকা।	বড়ঞা	খড়গ্রাম	৭৩ বীরভূম	২৩৬	১১৫	মির্জাপুর	১১০/১	১৫২, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৯, ১৬০, ১৬২, ১৬৩, ৮৫৭, ৮৬৯, ৮৭৪, ৮৭৫, ৮৮০, ৮৯৭, ৮৯৮, ৯২০, ৯২১, ৯৭৬, ১০২৪, ১০৭৩, ১০৭৬			
	"	"	৭৪ বীরভূম	"	"	"	১৭৮	৯৯২	০·৩৪	০·২৮	"
	"	"	৭৩ বীরভূম	"	"	"	১০৯/১	৩৮৫, ৩৯২, ৪৮০, ৫২৩	০·৮৭	২·৮৩	"
	"	"	৭২ বীরভূম	"	"	"	৩৫৫	১৫২, ১৫৫, ১৫৯, ৫২২, ৮৬৮, ৯১৪, ৯৬৮, ৯৭৫, ১০২৩	০·৯৬	৪·৫০	"
	"	"	"	২৩৪	১১৪	"	১৬২	১৫০২	০·২৫	নিষ্কর	"

তাং ১০-৪-৭৩ মুর্শিদাবাদ কো-অপারেটিভ ল্যাণ্ড মর্গেজ ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং কমিটির পক্ষে **N. Banerjee,** ম্যানেজার

বহরমপুরে সাংবাদিক সম্মেলন

বহরমপুর, ১৪ই এপ্রিল—আজ এখানে সার্কিট হাউসে রাজ্য তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের সেক্রেটারী শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, আই, এ, এস মহাশয়ের উপস্থিতিতে এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে জেলার সাংবাদিকরা মফঃস্বল পত্রপত্রিকাগুলোর সুষ্ঠু প্রকাশনায় বাধা-বিপত্তি, আর, টি, এ এবং অন্যান্য সরকারী বিজ্ঞাপন না পাওয়ার সমস্য, জেলায় অনুষ্ঠিত বড় বড় সভা-সমিতির সংবাদ না জানানো, জেলার উন্নয়নমূলক কাজকর্ম পরিদর্শনে সাংবাদিকদের সঙ্গে সহযোগিতা না করা ইত্যাদি অভিযোগগুলি তাঁর সামনে তুলে ধরেন। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান যে, তিনি ৩৫ বৎসর ধরে সাংবাদিকতা করছেন এবং পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে অসুবিধা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল আছেন। অন্যান্য জেলার মত এই জেলার পত্রপত্রিকায় যাতে সরকারী বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয় তার ব্যবস্থা করবেন বলে তিনি প্রতিশ্রুতি দেন।

জঙ্গিপুর জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে বিচারক নাই

রঘুনাথগঞ্জ, ২০শে এপ্রিল—সাংবাদে প্রকাশ, জঙ্গিপুরের জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীএম, পি, নন্দীর এজলাসে গত বৎসর মে মাস থেকে তাঁর অন্যত্র বদলী হওয়ার পর আজ পর্যন্ত কোন বিচারক কাজে যোগদান করেন নি। জঙ্গিপুর ফৌজদারী আদালতের আইনজীবী সঙ্ঘ এ ব্যাপারে সরকার ও মহামান্য হাইকোর্টের কাছে বহু আবেদন নিবেদন করেও কোন ফল পাননি। তারই পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত সঙ্ঘ গত ১০ই এপ্রিল এক জরুরী সভায় সর্ব-সম্মতিক্রমে এই মর্মে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে, যদি ১০ই এপ্রিল থেকে এক মাসের মধ্যে কোন বিচারক কাজে যোগদান না করেন তবে তাঁরা দুঃখের সঙ্গে ঐ আদালত সংক্রান্ত কাজকর্ম স্থগিত রাখতে বাধ্য হবেন।

সাব-ইন্সপেক্টর অভিযুক্ত

সাগরদীঘি, ১১ই এপ্রিল—সাগরদীঘি খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের সাব-ইন্সপেক্টর শ্রীকুনাল মুখার্জীর বিরুদ্ধে ধর্ষণ এবং অবৈধ সন্তান গর্ভের (৩৭৬ ধারা) অভিযোগ এনে পোপাড়া গ্রামের কুমারী শেফালী ফুলমালী গত ৯ই এপ্রিল থানায় একটি মামলা দায়ের করেছে (কেস নং ১৬, তাং ৯/৪/৭৩)। শ্রীমুখার্জী দীর্ঘদিন ধরে কুমারী ফুলমালীর সঙ্গে অবৈধ প্রেমে লিপ্ত ছিলেন এবং শেফালী বর্তমানে তাঁর অবৈধ সন্তানের জননী হতে চলেছে। গতকাল শেফালীর ডাক্তারী পরীক্ষার পর শ্রীমুখার্জীকে ৪০ ঘণ্টার মধ্যে কোর্টে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়। শ্রীমুখার্জী আজ ঐ নির্দেশ অনুযায়ী কোর্টে হাজির হয়ে জামিন নেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, শ্রীমুখার্জী শেফালীকে তাঁর পরিচারিকার কাজে নিয়োগ করেছিলেন।

গমের ভেতর ধুতুরা বীজ ?

রঘুনাথগঞ্জ, ২১শে এপ্রিল—গত সপ্তাহে ফুড করপোরেশন অফ ইণ্ডিয়া থেকে ডিলারদের যে গম সরবরাহ করা হয়েছে সেই গমে ধুতুরার বীজ পাওয়া গেছে। পৌরসভা এ ব্যাপারে রেশন ডিলারদের বিরুদ্ধে ভেজাল প্রতিরোধ আইন প্রয়োগের কথা ভাবছেন। কিন্তু গমে ধুতুরা বীজ মেশানোর জন্য কি ক্ষুদ্র ডিলাররা দায়ী? ভারত সরকার যখন ধুতুরা বীজ মেশানো গম বিক্রী নিষিদ্ধ করেছেন তখন রঘুনাথগঞ্জ ফুড করপোরেশন কর্তৃপক্ষ কেন ঐ গম সরবরাহ করলেন পৌরসভাকে সেই বিষয়ে খতিয়ে দেখার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

অসীম সাহসিকতা

নিমতিতা, ৬ই এপ্রিল—গত ৪ঠা এপ্রিল সুজনীপাড়া রেলওয়ে ষ্টেশনের সন্নিকটে একটি বাড়ীতে আগুন লেগে যায়। আগুন দেখে অবনী-কুমার সরকার নামে এক যুবক ছুটে যান এবং দেখেন যে বাড়ীটির প্রায় চারিদিকেই আগুন জ্বলছে এবং ঘরের ভেতরে এক খোঁড়া বৃদ্ধ বসে আছেন। শ্রীসরকার সাহসের সঙ্গে ঘরের ভেতরে প্রবেশ করে বৃদ্ধকে উদ্ধার করেন। তারপরই অপর একটি বাড়ী থেকে শ্রীসরকারসহ আরও কয়েকজন মিলে এক অন্ধ বৃদ্ধাকে উদ্ধার করেন। স্থানীয় জনসাধারণ ও ট্রেনের যাত্রীরা শ্রীসরকারকে তাঁর কাজের জন্য অশেষ ধন্যবাদ জানান।

চিঠি-পত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

শিক্ষক বদলির ফরমুলা

মহাশয়,

আমার ভাই শ্রীঅরূপকুমার চন্দ্র গত ৯ বৎসর ধরিয়া রঘুনাথগঞ্জ উচ্চতর বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগে (পৌরসভাধীন) শিক্ষকতা করিতেছে। গত ১-৪-৭৩ তারিখ মাননীয় পৌরপতি মহাশয়ের নিকট হইতে (মেমো নং ১৩২৪ (১২)/৪৮, তাং ৩১-৩-৭৩) একটি নির্দেশ পত্র পায়। তাহাতে তাহাকে এখান হইতে জঙ্গিপুর অঞ্চলের এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বদলি করা হইয়াছে এবং পৌরপতির ভাইপো শ্রীদীপক চট্টোপাধ্যায়কে রঘুনাথগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগে আনা হইয়াছে। আমি জানিতে পারিলাম, এই বদলি লটারি করিয়া হইয়াছে। লটারির দ্বারা বদলির হেতু হিসাবে পৌরপতি বলেন যে, রঘুনাথগঞ্জ বিদ্যালয়ে উদ্বৃত্ত শিক্ষক হওয়ায় আমার ভাইকে বদলি করা হইয়াছে। আমি এই লটারি সম্বন্ধে পৌরসভার প্রধান করণিকের নিকট জি, ও-র নম্বর চাহিলে আমাকে বলা হয় যে, পৌরপতি মহাশয় ইচ্ছা করিলে সব কিছু করিতে পারেন।

কমিশনারগণের নিকট আমার প্রশ্ন—(১) রঘুনাথগঞ্জ বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগে উদ্বৃত্ত শিক্ষকের জন্য যখন আমার ভাইয়ের বদলির আদেশ, তখন আমার ভাই ৩য় শিক্ষক হইয়াও কি করিয়া উদ্বৃত্ত হয়? (২) ৪/৫ মাস আগে এই বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা যাহা ছিল, তাহাতে ৫ জন শিক্ষকই যথেষ্ট। তিনি কেমন করিয়া ৪/৫ মাস আগে জঙ্গিপুরের ছোটকালিয়া স্কুল হইতে ৬ষ্ঠ শিক্ষককে এই রঘুনাথগঞ্জ স্কুলে আনিলেন? আর এই উদ্বৃত্ত শিক্ষক হওয়ার জন্য দায়ী কে?

— ডাঃ অনন্তকুমার চন্দ্র, রঘুনাথগঞ্জ।

ক্রীড়া-সংবাদ

মির্জাপুর, ১৫ই এপ্রিল—মুরারই কে, এন ক্লাব পরিচালিত ভলিবল শীল্ড ফাইন্যালে স্থানীয় নবভারত স্পোর্টিং ক্লাব মুরারই স্বাধীন সংঘকে ষ্ট্রেট সেটে পরাজিত করে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেন। শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়রূপে বিবেচিত হন বিজয়ী দলের শ্রীকৃষ্ণকানু মনিগ্রাম।

জঙ্গিপুর মহকুমা বন্‌ধ্‌ (১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

পক্ষ থেকে যাত্রীদের মধ্যে খাবার বিতরণ এবং অসুস্থদের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। এক সময় জনৈক এম, এল, এ জীপযোগে অন্যত্র যাবার চেষ্টা করলে ট্রেনযাত্রীরা তাঁর গতিরোধ করেন এবং বন্‌ধ্‌কে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য অনুরোধ জানান। কামরূপ এক্সপ্রেসকে বন্‌ধের জন্য বারহারোয়া দিয়ে ভায়া বর্দ্ধমান হয়ে চালানো হয়। উমরপুর মোড়ে ষ্টেটবাসগুলিও আটকে দেওয়া হয়। মহকুমা শাসকের অফিসের সামনে সত্যাগ্রহ শুরু করলে স্থানীয় এম, এল, এ হাবিবুর রহমান, জেলা যুবকংগ্রেস সম্পাদক রবীন্দ্রকুমার পণ্ডিতসহ সতরজনকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তিন ঘণ্টা পর তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

আজ সন্ধ্যায় এক সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে কমিটির কার্য্যকরী সভাপতি মহঃ সোহরাব ক্ষোভের সঙ্গে বলেন যে, তাঁদের গ্রেপ্তারের ব্যাপারে মহকুমা শাসকের ব্যবহারে তাঁরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। তাছাড়া মহকুমা শাসকের নির্দ্দেশেই পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করে বলে তাঁরা মনে করেন। কো-অর্ডিনেশন কমিটির কয়েকজন সমর্থক ছাড়া সকলেই এই বন্‌ধকে স্বাগত জানিয়েছেন। রাজ্য সরকার বর্ষার পূর্বে ভাঙ্গন-রোধের জন্য দেড় কোটি টাকা মঞ্জুর করেছেন। এই বন্‌ধের পরও যদি আশানুরূপ কাজ না হয়, তাহলে তাঁরা ব্যাপক আন্দোলনের পথে নামবেন বলে জানান।

বন্‌ধের পর গতকাল সন্ধ্যে থেকে শহরের জীবনযাত্রা এবং যানচলাচল ব্যবস্থা পুনরায় স্বাভাবিক হয়ে উঠে। কোথাও কোন অপ্রীতিকর ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায়নি।

ফরাক্কা ব্যারেজ বিদ্যালয় প্রসঙ্গে (১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

ছাত্রছাত্রীর অনশন ইত্যাদি ঘটনা একের পর এক ঘটে চলেছে। তাঁকে ঐ সমস্ত অপকর্মের ফলে প্রধান শিক্ষকের পদ থেকে অপসারণ করে ডি, পি, আই কর্তৃপক্ষ গত ১০ই এপ্রিল সহকারী শিক্ষকের পদে যোগদানের জন্য কার্শিয়াং ভিক্টোরিয়া বয়েজ স্কুলে বদলির নির্দ্দেশ দিয়েছেন। আর ঠিক একই অভিযোগে আজ থেকে এগারো মাস আগে শ্রীরায়কে কার্শিয়াং বয়েজ স্কুল হতে ফরাক্কায় বদলি হয়ে চলে আসতে হয়েছিল। তারও আগে তাঁকে অনুরূপ কারণে হিন্দু স্কুল হতে বদলি হতে হয়।

শুধু তাই নয়, বদলির আদেশ পাওয়া মাত্র শ্রীরায় ব্যারেজ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে লাগাতার ধর্মঘট শুরু করিয়ে দিয়েছেন। ধর্মঘটকারীরা শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে প্রবেশেও বাধা দিচ্ছেন। এই আন্দোলনের মধ্যে আবার স্কুল শাখার ছাত্রপরিষদের সহ-সভাপতি কুমারী স্বাতীলেখ চৌধুরীকেও অংশীদার করা হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, এ ব্যাপারে জনৈক ছাত্রপ্রতিনিধি যুবনেতা প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী এবং সুব্রত মুখার্জীর সাথে দেখা করলে তাঁরা উভয়েই নাকি সাফ জানিয়ে দেন যে, প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে সুনির্দ্দিষ্ট অভিযোগ আছে, সুতরাং তাঁরা এ বিষয়ে কিছু করতে পারেন না।

আমাদের প্রশ্ন—ছাত্রপ্রিয়, ছাত্রদের অন্যায় কার্যে মদৎদানকারী রাজনীতিবিদ্ প্রধান শিক্ষক মহাশয় বিদ্যালয়ে পড়াশোনার ক্ষতি করে নিজের স্বার্থ কায়েম করার ব্যর্থ প্রয়াস যখন চালিয়ে যাচ্ছেন তখন সেখানকার অভিভাবকেরা কি তাঁদের ছেলে-মেয়েদের কথা ভাবছেন না—? না কি জেগে ঘুমুচ্ছেন ?

গণ-অবস্থান ঃ—রঘুনাথগঞ্জ, ২৪শে এপ্রিল—শিক্ষা সংস্কারের ৮ দফা দাবীর ভিত্তিতে রাজ্যের সমস্ত জায়গার মত এখানেও ছাত্রপরিষদের জঙ্গিপুর শাখা গতকাল থেকে আজ পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টাব্যাপী মহকুমা শাসকের অফিসের সামনে গণ-অবস্থানে সামিল হন।

বিচিত্রানুষ্ঠান ঃ—রঘুনাথগঞ্জ, ২৫শে এপ্রিল—গতকাল জঙ্গিপুর মহা-বিদ্যালয়ে ছাত্রসংসদ আয়োজিত এক মনোজ্ঞ বিচিত্রানুষ্ঠানে বিশিষ্ট চিত্রাভিনেতা তরুণকুমার এবং সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় যোগ দেন। কণ্ঠসংগীতে অংশ গ্রহণ করেন হৈমন্তী শুক্লা, দ্বীপেন মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্যরা।

• খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্ন যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-8CB

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর) ক্রোড়পত্র

গলা বাজি আর হাত নেড়ে বলা
হতেছে সকল ব্যর্থ।
তোমাদের মত নেতারাও চান
বেটার বিয়েয় অর্থ॥

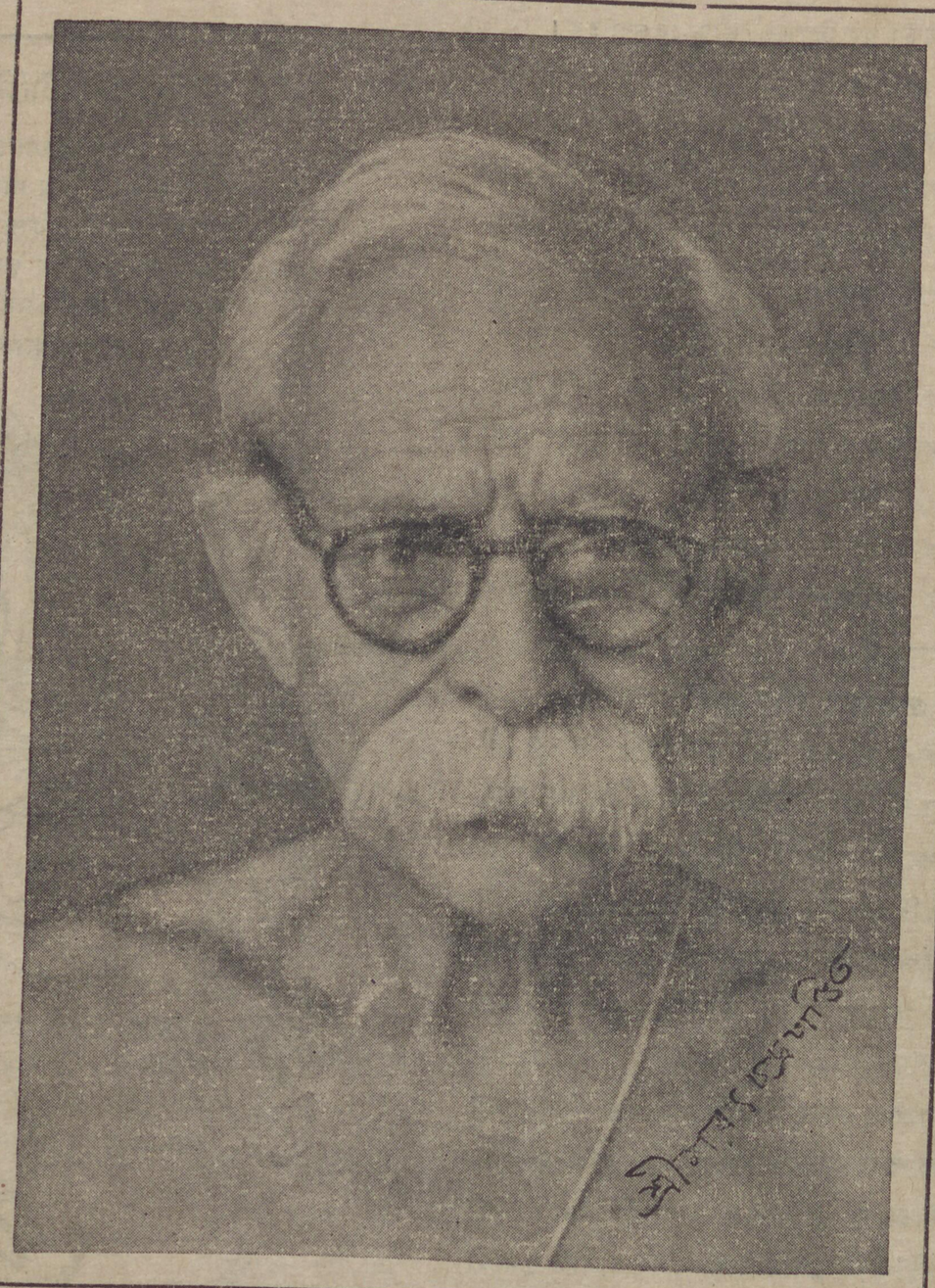

জন্ম—১৩ই বৈশাখ, ১২৮৮ ॥ মৃত্যু—১৩ই বৈশাখ, ১৩৭৫

"আজ আসিয়াছে কাছে
জন্মদিন মৃত্যুদিন, একাসনে দোঁহে বসিয়াছে,"

জননী বঙ্গভূমি এ জীবনে চাহি মা অর্থ, চাহি মা মান
থোড়াই কেয়ার স্বদেশ উদ্ধার, স্বার্থ মোদের ধেয়ান জ্ঞান।

আমি কিছুই চাইনে হরি
যেন বসি উচ্চপদে, মাতি ধনমদে
রঙের গোলামী করি।
আমি খাইব দাইব, ফূর্ত্তি লুটিব,
চলিব মোটর চড়ি
... . --
ত্যাগী হওয়া চেয়ে ভোগী হওয়া ভাল
দেখিনু চিন্তা করি।
* * *
টঙ্কা বিনে কি ধন আছে সংসারে,
বল্‌রে ভাই উচ্চৈস্বরে।
দিবানিশি বসি বসি
সবাই টাকা ধ্যান করে।
টাকা ভিন্ন হয় না পুণ্য
মান্যগণ্য কে করে?
টাকার গুণে, মূর্খজনে,
মহাজ্ঞানী নাম ধরে।

আপনা সুখ আওর সম্পদ বাস্তে
পরায়াকা চিজ্ লুটা।
লুট্‌নেবালা সাচ্চা আদ্‌মী
বলনেবালা ঝুটা॥
যিস্‌কো কহে ঠগ্ বাটোয়ার
যিস্‌কো কহে চোর
কেঁও লোক ফির জান শুনকে
পাকড়ে উস্‌কা গোড়॥
....
নোকর লোক খুব দেমাক করে
কামায় রূপেয়া মোটা
তাঁবেদারকা ক্যা কিম্মত
ঊ কুত্তা সে ভি ছোটা।

দাদাঠাকুর

শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী

"হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ সম্রাট"

দারিদ্র্যকে সম্বোধন করে যে কবি এ কথা লিখেছেন তিনি সম্রাটের মত মহিমান্বিত হতে পেরেছেন কিনা জানি না, তবে দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিত যে সম্রাটের চেয়েও অধিক সম্মান স্বাতন্ত্র্য এবং শক্তি লাভ করেছিলেন সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। সম্রাটকেও সংস্র ব্যাপারে অন্যের উপর নির্ভর করে চলতে হয় তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সহস্র ভৃত্যকে নিযুক্ত করতে হয়। আর দাদাঠাকুর ছিলেন জীবনের সর্বস্তরে স্বাধীন, স্বাতন্ত্র্য, স্বাবলম্বী। তাঁর এই অনন্যসাধারণ স্বাতন্ত্র্যের জন্যই দারিদ্র্যের মধ্যে থেকেও তিনি মনুষত্বের উচ্চশিখরে আরোহণ করতে পেরেছেন। তিনি নিজে দরিদ্র জীবনযাপন করেছেন এবং তাতে গৌরব বোধ করেছেন। দরিদ্র দেখলেই ধনীদের যে নাসিকা-কুঞ্চন ও অবহেলা দেখা যায় তিনি সেগুলির তীক্ষ্ণতাকে একেবারে ভোঁতা করে দিয়েছেন। তাঁর নিত্যপ্রফুল্ল আচার-আচরণে এবং প্রতি-উপহাসময় হাসির গানে। কোন বঞ্চনা তাঁকে বঞ্চিত করতে পারেনি; সকল রকমের রিক্ততাকে তিনি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়েছেন। এমন কি দুঃসহ শোকের সম্মুখীন হয়েও তিনি ঈশ্বরকে পর্যন্ত তাঁর স্পর্দ্ধা জ্ঞাপন করতে ইতস্তত করেননি। বলতে পেরেছেন—

'দুখ দিয়ে বুক ভাঙ্গবে তুমি
তাই ভেবেছ ভগবান ?
আমি মার খাব তাও কাঁদব নাকো
পরাণ খুলে গাইব গান।
দত্তাপহারী হলে ?
নিলে জিনিস করে দান
ভাগ্যে আমার হবে যা হোক
হব তোমার দুখের গ্রাহক
তোমার ভাণ্ডারের দুখ খালি করে
করবো দুখের অবসান।'

জন্মদরিদ্র বলে তাঁর একটা অভিমানও ছিল। তিনি নিজেকে বনেদী গরীব বলে গর্ব প্রকাশ করে মুখোমুখি দাঁড়াতেন রাজা-মহারাজা, কোটিপতি, শিল্পপতির সামনে। ধনীর মাথা নুইয়ে পড়তো এই স্বল্পবাসা দরিদ্র ব্রাহ্মণের পায়ে। মানুষের মর্যাদা যে ধনে নয়, বৈভবে নয়, মনুষ্যত্বই মানুষের পূর্ণ মর্যাদা। এ কথা বোধ হয় দাদাঠাকুর ছাড়া আর কোন বাঙালী দেখাতে পেরেছে কিনা সন্দেহ। স্বেচ্ছায় এই দারিদ্র্য বরণ করে নিয়ে সহজ, সরল অনাড়ম্বর জীবনাদর্শ এক বিদ্যাসাগরের মধ্যে ছাড়া বিরল দর্শন। আশৈশব আমরণ তিনি সর্বত্র বেড়িয়েছেন নগ্ন পদে, নগ্ন গাত্রে। রবীন্দ্রনাথের কথায়—

"ভূষণহীন সারল্যই ছিল তাঁর রাজভূষণ"

কোন দ্বিধা, সঙ্কোচ দেখা যায়নি তাঁর এই বিরল বেশ প্রকাশে। এ বেশেই তিনি বাংলায় তথা দিল্লীতে সর্বস্তরের মানুষের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছেন।

সীমাহীন দারিদ্র্যের মধ্যে থেকেও তিনি অভাব-গ্রস্তকে অভাব মুক্ত করবার জন্য অধিকতর কৃচ্ছসাধন করেছেন। উপরন্তু দীনজনের প্রতি ধনবানের অবহেলার উত্তর দিয়েছেন, অনেক সময় নিজেই দরিদ্রের ভার গ্রহণ করে। কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বা লালগোলার যোগীন্দ্র-নারায়ণ রাও-এর পরদুঃখ কাতরতা সর্বজনবিদিত। তাঁদের দানের পরিমাণও ছিল বিরাট এবং বিপুল কিন্তু দাদাঠাকুরের সামান্য দান সেই স্মরণীয় দাতাদের দানের চাইতে মহত্তর এই জন্য যে তাঁরা পূর্বপুরুষার্জিত অমিত অর্থসম্পদ পেয়ে এই দান করেছেন এবং এই দানের দ্বারা তাঁরা ব্যক্তিগত জীবনে বিশেষ কিছু ক্ষয়ক্ষতি ভোগ করেননি। কিন্তু মাথার ঘাম পায়ে ফেলা কষ্টার্জিত সামান্য আয় যখন দাদাঠাকুর দরিদ্রকে ভাগ করে দেন তখন তাঁকে পূণ্যশ্লোক দাতাদের চেয়ে অনেক উর্দ্ধে দীপ্যমান দেখি।

শরৎচন্দ্রের হাস্যরসিকতার কথা সকলেই জানে। কিন্তু এ ব্যাপারেও তাঁর জুড়ি মিলে না। ষোড়শ শতকের মুঘল বাদ্‌শাহ আকবরের নবরত্ন সভার অন্যতম রত্ন রাজা বীরবল এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বিদূষক গোপাল ভাঁড়ের কথা স্মরণীয়। তথাপি এই দুই বিশ্রুতকীর্ত্তি হাস্যরসিক যে দাদাঠাকুরের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে না এই বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে প্রখ্যাত সাহিত্যিক পরিমল গোস্বামী মশায় 'আমি যাদের দেখেছি' গ্রন্থে যে মন্তব্য করেছেন। এ প্রসঙ্গে তা উদ্ধৃতব্য। তিনি বলেছেন—

"আকবর বাদশাহের দরবারে ছিলেন রাজা বীরবল। তাঁর চরিত্রের সামগ্রিক পরিচয় আমার জানা নেই, তবে 'উইট' সৃষ্টিতে তিনি তাঁর যুগে অদ্বিতীয় ছিলেন, তাছাড়া যুদ্ধবিদ্যাতেও পারদর্শী ছিলেন। কিন্তু তাঁর যত গুণই থাক, শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের চরিত্রের মূলভিত্তি যেটি, সেখানে তিনি কি পৌঁছাতে পেরেছিলেন ? পৌঁছবার কথা নয়, কারণ বীরবল ছিলেন ধনী, রাজা মানুষ। স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য গ্রহণ এবং অসহায় শরণাগতকে রক্ষার জন্য নিজের সকল ক্ষতি স্বীকার করে লড়াই করার কোন দৃষ্টান্ত তিনি কি রেখে গেছেন ? গোপাল ভাঁড় নামক ব্যক্তি কি শরৎচন্দ্রের চরিত্রের মত উদার ছিলেন বা অন্য কারও সমালোচনা বা চাটু-কারিতাকে সমান অগ্রাহ্য করে সুনির্বাচিত নীতিতে অনমনীয় দৃঢ়তায় সমগ্র জীবন কাটাতে পেরেছেন ? দারিদ্র্যকে এমন কৌতুকের খড়্গাঘাতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে পেরেছেন ? আগেকার দিনের একটি জমিদারী ক্রয় ক্ষমতার উপযুক্ত ২৫ হাজার টাকার শ্রদ্ধা ভালবাসার দানকে কি তিনি শরৎচন্দ্রের মত প্রত্যাখান করতে পেরেছেন ? আমার তো কল্পনার বাইরে। জীবন সংগ্রামের এত বড় বীর যোদ্ধা আমার আর জানা নেই।"

এই উদ্ধৃতির প্রতিটি কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। শরৎ-চন্দ্রের হাস্যকৌতুক ছিল মাধুর্য্যময়। বিদ্যুৎ চমকের মত চকিতদ্যুতি। তিনি শব্দের যাদুচক্র রচনা করে নিজে হেসেছেন। আশেপাশের শত শত লোককে হাসিয়েছেন—হাসির ফুলঝুড়ি ছড়িয়েছেন। যেখানে তিনি গিয়েছেন সেই স্থানটিকে আনন্দে ও কৌতুকে জীবন্ত করে তুলেছেন। এ হাস্য-কৌতুকের তুলনা নাই। আমার প্রথম যৌবনে রঘুনাথগঞ্জ নন্দলাল পালের দোকানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তাঁর কৌতুকময় কথা শুনতাম। শুনতে শুনতে ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলে যেতাম। ঠিক এমনি ব্যাপার হোত কলকাতায় কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের গজেন বাবুর আড্ডায় বহু বিদগ্ধ ব্যক্তির সম্মুখে।

দাদাঠাকুর স্মরণে

—শ্রীঠাকুরদাস শর্ম্মা

(দাদাঠাকুরের পদ্মবন্ধ অনুকরণে)

স দা লাপী জন স দা নন্দ মন স দা শিব তুমি তোমারে নমি।
সা দা মাটা মন স দা শয় জন হে দা দাঠাকুর প্রণতঃ আমি॥
মু ঠা মুঠা ধান উ ঠা নে ভরেনি কা ঠা এক জমি ছিল না ঘরে।
পু কু রও ছিল না কু টিরে কাটায়ে কু নীতি হ'তে থেকেছো দূরে॥
স র স কবিতা স র স গান কাব্য র চেছো কত মধুর সুরে।
সে তো টক কেবলি তো ষিত করেনি তো মায় সম আঘাত করে॥
তো মা রই কবিতা মা ত্ করিয়াছে মা তাল ক'রে সবার মন্।
সু রে রই পরশ রে খেছে আজিও রে খেছে মাতায়ে গৌড়জন॥
ও প্র তিভা চরণে প্র ণতি জানাই প্র তিভূ বাংলা ভাষার তুমি।
প্র ণা ম তোমারে প্র ণা ম হে কবি প্র ণা ম জানাই তোমারে আমি॥
হে ম হান তোমার ম হতী প্রতিভা ম নেতে স্মরি জানাই নতি।
স্ব জা তীয়ভাবে রা জা ছিলে তুমি স্ব জা তির প্রতি অসীম প্রীতি॥
জা না কথা দিয়ে না না কথা গেঁথে শু না য়েছো তুমি রসিক জনে।
না ই কেহ আর না ই তোমা সম, তা ই তো নমি রাঙ্গা ও চরণে॥
সে তো টক কেবলি তো ষিত করেনি তো মর যম আঘাত করে।
স মা লোচনায় তো মা র লেখনি ক্ষ মা করে নিতো কভুও কারে॥
চ র ণে প্রণতি মো র লহ তুমি ক র গো আশীষ স্বরগ হ'তে।
প শু ভাব ছেড়ে শি শু মন হোক আ শু তোষ দাও আশীষ মাথে॥
বি ভ ব চাহি না শু ভ এ লগনে অ ভ য় আশীষ চরণে মাগি।
এ জ নম দিনে আ জ যে মোদের স জ ল নয়ন তোমারি লাগি॥
ধ ন চাহ নাই মা ন তেয়াগিয়া ম ন ছিল তব কলুষহীন।
এ ম হা জগতে অ ম র সে স্মৃতি, হে হান আজো হয়নি লীন॥
মে দি নীতে তুমি যে দি ন আসিলে স্থ দি ন আসিল সেদিন ফিরি।
ম নে র হরষ গা নে র আখরে দি নে দিনে আজ প্রকাশ করি॥
এ যু গে রচেছো অ যু ত কবিতা হে যু গ পুরুষ, জনম দিনে।
বি ক্ত বিকথ, হে মু ক্ত পুরুষ, এ ভ ক্ত প্রণতি লহ গো চরণে॥
হে ক বিবর তুমি ক থার মালিকা ক তই গেঁথেছো রঙ্গরসে।
ঘ রে ঘরে সবে ক রে সমাদর সে রে শ শ্রবণে আজিও পশে॥
বা স না ছিল না ব্য স ন ছিল না আ স নের সাধ ছিল না তোমা।
ভ বে র সম্পদ ভে বে ছো আপদ ভে বে ছো সকলি ধূলির সমা॥
তু মি নাই তাই ভূ মি আজ কাঁদে চু মি য়া তোমার জনম ঠাঁই।
সে লে খনি স্মরি এ লে খনি মোর সে লে খনি কৃপা পাইতে চায়॥

মানুষকে নিজের করে নেওয়ার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল এই মানুষটির। আমার সাথে তাঁর বয়সের ব্যবধান ছিল সতেরো বছর। তথাপি এই বয়সের ব্যবধান তিনি লোপ করে দিয়েছিলেন তাঁর স্নেহ ও মাধুর্য্যময় ব্যবহারে। বালকের মত সারল্য ছিল শরৎচন্দ্রের। একবার তিনি বললেন, "ছোটবেলা থেকেই ছোটকালিয়ায় প্রতি অম্বুবাচীতে আম খাওয়ার নিমন্ত্রণ পেতাম। তুই সেটা তুলে দিয়েছিস্ দেখছি।" আমি সানন্দে তাঁকে আহ্বান জানালাম। তিনি গেলেন—যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দাদাঠাকুর এসেছেন শুনে পাড়ার লোক ভীড় করলো বাড়ীতে। তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ হাস্যরস পরিবেশনে সকলকে আপ্যায়িত করলেন। ভোজনান্তে বললেন—"দেখ্ বিষ্টু তোর একটা ভুল হোল। এই বাড়ীতে খেতে এলেই ব্রাহ্মণ ভোজনের দক্ষিণা দেওয়ার একটা ব্যবস্থা বরাবর ছিল। তুই দেখ্ছি সেটা উঠিয়ে দিয়েছিস্। দক্ষিণাতে রৌপ্য মুদ্রা দানই প্রশস্ত। তুই টাকা, আধুলি, সিকি নিদেনপক্ষে একটা দুয়ানি রজতখণ্ড দিয়ে প্রত্যবায় মুক্ত হ।' আমি তাঁকে সেকালে প্রচলিত রূপার একটি ছোট দুয়ানি দিলাম। প্রত্যুৎগমনের জন্য খেয়াঘাট আসার পথে তিনি একটি অন্ধ ভিক্ষুককে সেই দুয়ানিটি দিয়ে আমাকে বললেন এতক্ষণে ব্রাহ্মণ ভোজন করার পুণ্যফলজনিত কল্যাণ তোর করায়ত্ব হোল।

আমি যখন দশম শ্রেণীর ছাত্র—সেই সময় কিভাবে তাঁর দৃষ্টিপথে পড়েছিলাম একটা কবিতা ছাপাতে গিয়ে সে কথা বিস্তারিতভাবে গত বৎসরের বৈশাখের জঙ্গিপুর সংবাদে প্রকাশিত হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে সেই ঘটনাই আমাকে সাহিত্য জগতে প্রবেশলাভের ছাড়পত্র জোগাড় করে দিয়েছে।

একই মানুষে বহু ব্যক্তিসত্বার বিচিত্র সমাবেশ আর অন্য কোথাও দৃষ্ট হয় না। চারিত্রিক দৃঢ়তাই এবং মানবিকতার প্রতি মর্যাদাবোধে তিনি অনন্য অননুকরণীয়। অপরূপ মানবিকতাবোধের ফলে তিনি অন্যকে সহজেই আত্মীয় করে নিতে পেরেছেন। মহৎমাধুর্য্য ও আকর্ষণী শক্তি ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বে। নলিনীকান্ত সরকার বিপ্লবী অবস্থায় তাঁর ছাপাখানার কাজ শেখার অযুহাতে

—শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন

মুখোমুখি

—সৌরীন দাস

দাদাঠাকুরের নাম শুনেছিলাম ছোটবেলায়। শ্রীরামপুরে। ছোটবেলার মন তখন সহজেই একজন বৃদ্ধের মুখ কল্পনা করে নিয়েছিল। ঠিক যেন আমার দাদুর মতোই হাসি হাসি মুখ আর ভালবাসতে ভালবাসেন। সে ছবি এখন ভালো মনেও নাই। দাদাঠাকুরকে আমি দেখিওনি।

কিন্তু এখন আমি বসে আছি দাদাঠাকুরের ছবির সামনে। প্রেসের বাইরের দিকটায় কাজকর্মের ঘরে একগাদা পত্র-পত্রিকা বই আর ফাইলের সারি। সমস্ত ঘরটায় পুরানো পুরানো ভাব। দেওয়াল ফ্যাকাশে এখানে ওখানে টিকটিকি ঘুরে বেড়াচ্ছে—এবং কখনো কখনো নিশ্চয় দাদাঠাকুরের ছবির কাঁচেও ওঠে। আমি ছবিটা ভালো করে দেখলাম। খালি গা, উপবীতের বাঁকা রেখা, পুরু গোঁফ, মুখটা ঈষৎ শুক্নো শুক্নো, চোখ দুটো কোটরে ঢোকা। কিন্তু চোখ দুটো যেন অন্তর্ভেদী। আমার বুকের সমস্ত কলকব্জা যেন দেখে নিচ্ছে। চোখ দুটো গভীর শান্ত আর শাসানির ভদ্রতায় নম্র। তাঁর চোখ এবং সামগ্রিক চেহারা একটা বিরাটত্বের বোধ জন্মায় মনের মধ্যে।

তাঁর গুণাগুণ মাপার দায় বা ইচ্ছা কোনটাই আমার নাই। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে জনশ্রুতি—আমার ঔৎসুক্য বশতঃই—কানে বাড়ে এবং থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয় নিন্দা বা প্রশংসায় বাচাল হবার আগে। আমি এই শহরের আজন্ম অধিবাসী নই। আমার চেনাশোনা গণ্ডীতে দাদাঠাকুর সম্বন্ধে নানান কান ফেরতা কথা আর সামনের এই ছবিটাই আমার পুঁজি। পরস্পর বিরোধী এতো কথা আর মনোভঙ্গীর সম্মুখীন হ'তে হয় যে থম্‌কে দাঁড়াতেই হচ্ছে। থমকেছি কিন্তু মনে হচ্ছে থমকার মতো একজন লোকের সামনেই থমকেছি; যিনি বহু আলোচ্য তাঁর বাহ্যিক কর্ম-কারুমিতি এবং বুদ্ধির শাণিত ক্ষিপ্রতায়। বন্ধুত্বে এবং বিরূপতায়। কিন্তু ও সব গুণাগুণ ছাপিয়েও মানুষের আর একটা পরিচয় আছে নিছক মানুষ হিসাবেই। দাদাঠাকুরের মনের অতদূরে আমার দৃষ্টি পৌঁছায় না।

এখানে এবং মুর্শিদাবাদ জেলার যে বুদ্ধিচর্চ্চার আবহাওয়ার পরিচয় আমরা পাচ্ছি তার স্রষ্টাদের পুরোধায় অবশ্যই দাদাঠাকুর। তিনি দাতা এবং পরিচর্য্যাকারী। সত্যি বলতে কি এখানকার বৌদ্ধিক এবং চিন্তার জগতে তিনিই আদিপ্রাণ। ...কিন্তু সাথে সাথে তাঁর প্রতি কটাক্ষের এবং বিরূপতার বাঁকা ইঙ্গিতও পেয়েছি এখানকার বুদ্ধিজীবী মহলের একাংশে। তিনি রৌপ্য-জিহ্বা ছিলেন না। তিনি ছিলেন দুর্মুখ। এ কথাটা আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়। কিছুটা লবণ মিশিয়ে স্বাদ বদলিয়ে নিয়ে। তাঁর জিভের রূঢ়তা সবক্ষেত্রেই অকারণ বর্ষিত হয়নি বলেই আমার বিশ্বাস। তাঁর অনেক অপ্রিয় মন্তব্য, মনেকে স্বীকার করুন আর না করুন, স্পষ্টবাদিতারই নামান্তর। আর স্পষ্টবাদীকে করে প্রশংসিত? অপরপক্ষে দৈনন্দিন জীবনে তাঁর স্নিগ্ধ রসিকতার কথাও শুনেছি অনেকের মুখে।

শুনেছি তাঁর জীবনযাত্রার কথাও। বিবেক-বর্জিত উপায়ে অর্জিত অর্থের আনুকূল্য না থাকলেও তাঁর উদার বদান্যতার কথা। বাহুল্য-বর্জিত সহজ জীবনযাপনে তিনি ছিলেন দৃষ্টান্তস্বরূপ। কিন্তু সহজ জীবনের বোধ তাঁর কতটা ছিল—যা বাহিক আচার আচরণে এবং কথায় সবটা ধরা পড়ে না—তা আমি জানি না। তাঁর বন্ধুসুহৃদদের কাছে তিনি কতটা অন্তর-বাহির সমান ছিলেন তাও আমার অজানা। কিন্তু জানি যে বৈপরীত্য মানুষের প্রকৃতি। স্তিমিত-প্রাণদের কাছে তা দুর্বল, অমিত-প্রাণদের কাছে তা স্পষ্ট সবল। দাদাঠাকুর ছিলেন ঋজু ও বীর্যবান। নিজের বা অপরের অনুকূল বা প্রতিকূল যে পথেই দাদাঠাকুর হাঁটুন না কেন তাঁর পদক্ষেপ দৃঢ়, শক্ত, সাহসব্যঞ্জক। যে পথেই—আমার বিপক্ষে বা স্বপক্ষে—তিনি হাঁটুন না কেন তাঁর মন ছিল একমুখী অনুভবের প্রাবল্যে বদ্ধ। সুনাম এবং দুর্নাম দুইই তিনি কুড়িয়েছেন তাঁর ঝুলিতে। তাঁর সুকৃতি এবং অ-সুকৃতি দুয়ে মিলিয়েই তিনি অন্য ধাতুতে গড়া মানুষ।

তাঁকে যেন দূর থেকেও চেনা যায়, যেন দশ হাজার লোকের মধ্যেও তাঁর দিকেই দৃষ্টি পড়ে প্রথমে। আমার দৃষ্টি যেমন বিঁধে আছে দাদাঠাকুরের এই ছবিতে।

শ্রীমদ্দাঠাকুর স্মরণে

—নুরুল ইস্‌লাম মোল্লা

না মশাই, উপরের নামকরণটা আমার বানান-ভুলজনিত বা মুদ্রণ-প্রমাদ বশতঃ নয়। আসলে কি জানেন, নজরুলের হাসির গানের বই 'চন্দ্রবিন্দু'-র প্রথম পাতা উল্টে আমারও তাই মনে হয়েছিল। সেখানে কবি তাঁর গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে লিখেছেন: 'পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমদ্দা-ঠাকুর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়ের শ্রীচরণকমলে—

হে হাসির অবতার!

লহ চরণে ভক্তি-প্রণত কবির নমস্কার।' .....

সবই বুঝলাম। নজরুল তাঁর হাসির গানের বই হাসির অবতার নবিদুষককে উৎসর্গ করেছেন। তাই ব'লে 'শ্রীমদ্দাঠাকুর' কেন? তা'হলে ওটা নিশ্চিত প্রুফের ভুল।

উপরিউক্ত সিদ্ধান্তে প্রশ্নটি মনে মনেই চেপে গিয়েছিলাম। অবশেষে এ ব্যাপারে ২৪-৪-৬৩ তারিখে জনৈক জিজ্ঞাসু গবেষককে লেখা স্বয়ং দাদাঠাকুরের একটি চিঠি চোখে পড়লো। সেখানে তিনি লিখছেন: 'নজরুল আমাকে তার 'চন্দ্রবিন্দু' বইখানি উৎসর্গ করার

[পর পৃষ্ঠায়

সময় 'শ্রীমদ্দাঠাকুর' লিখেছিল—তাতে আমার কোনো আপত্তি ছিল না। মদ্দা বলে মরদ বা পুরুষ লোককে। আমি ওটাকে মনে করেছিলাম শ্রীমৎ দা'ঠাকুর। সন্ধি হ'য়ে শ্রীমদ্দাঠাকুর করে নজরুল উচ্চমানের রসিকতার পরিচয় দিয়েছে।'

সুন্দর ব্যাখ্যা। রতনে রতন চেনে রসিকে রসিক। শুধু রসিক নন তো রসিক-শেখর আমাদের শ্রীমদ্দাঠাকুর।

নজরুল বললেন, 'দাদা আপনি কোন মতের উপাসক?'

দাদাঠাকুরের প্রমপ্ট্ উত্তর: 'কেন বল্‌তো! —আমি হচ্ছি শাক্ত।'

নজরুলও এই সুযোগে রসিকতা করেন: 'দাদা মজার মানুষ আপনি! সাধনাটাও দেখছি মজার —একেবারে পঞ্চম-কারের।'

দাদাঠাকুরও ছেড়ে কথা কওয়ার বান্দা নন: 'বেড়ে বলেছিস রে— কিন্তু আমাদের কেবল পঞ্চ'ম'-কারই আছে, আর তোদের তো 'ম'-কারের ছড়াছড়ি। এক্ষুনি মুখে মুখে গুণলে অন্ততঃ বিশটা মিলবেই।'

'তাই নাকি দাদা!' নজরুল বললেন।

'হ্যাঁ, শোন না তবে'—শুরু করলেন রসিক চূড়ামণি: 'এক, তোরা হচ্ছিস মুসলমান। দুই, জল আনিস মশকে। তিন, জল খাস মগে। চার, গায়ে দিস মেরজাই। পাঁচ, লেখাপড়া শিখিস মাদ্রাসায় অথবা (ছয়) মক্তবে। সাত, পণ্ডিত হয়ে বনিস মৌলবী অথবা (আট) মৌলানা, কিংবা (নয়) মুন্সী। দশ, তোদের তীর্থস্থান হচ্ছে মক্কা অথবা (এগারো) মদিনা। বারো, তোদের ধর্মগুরুর নাম মোহাম্মদ। তেরো, পরবের নাম মহরম। চৌদ্দ, তোরা পাঠ করিস মৌলুদ। পনেরো, তোদের প্রিয় খাদ্য হচ্ছে মাংস। ষোল, তার মধ্যে আবার সব থেকে রুচিকর মুরগী। সতেরো, তোরা মরলে পাবি মাটি। আর (আঠারো) ভূত হ'লে হবি মাম্‌দো। উনিশ, জবরদস্ত তোরা মারামারিতে, আর (বিশ) মামলায়। দেখলি তো এবার কোথায় পঞ্চম'-কার আর কোথায় বিংশতি ম-কার!'

নজরুল তো শ্রীমদ্দাঠাকুরের রসিকতার মদ্দানিতে থ'।

আরো থ' হয়েছিলেন তিনি দাদাঠাকুরকে 'শনিবারের চিঠি'র অফিসে দেখে। দাদাঠাকুরও আশ্চর্য হয়েছিলেন। ব্যাপার কি! যে 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক সজনীকান্ত দাস মাসের পর মাস বছরের পর বছর ধরে গাজী আব্বাস বিটকেল ছদ্মনামে নজরুলকে তাঁর পত্রিকায় গালাগাল দিচ্ছেন আর সেই 'শনিবারের চিঠি'র অফিসে বসেই নজরুল স্বয়ং সজনীকান্তের সঙ্গে হাসাহাসি করে গল্প করছেন! অবাক কাণ্ড তো! তাই বললেন, 'নজরুল! তুই শনিবারের চিঠির অফিসে? সজনীর কাছে বসে হাসছিস?'

সজনীকান্ত বললেন, 'দাদা আমাদের ঝগড়া মিটে গিয়ে দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়েছে।'

কিন্তু দাদাঠাকুর তোয়াক্কা করেন না কারো। উচিত কথা বলতে তাঁর জুড়ি নেই। তাই ঠোঁট-কাটার মতন সজনীকান্তর মুখের উপর বললেন: 'তোর বন্ধুত্ব তো? তুই আগে নজরুলকে গাল দিতিস 'গাধা' বলে; এখন বুঝি আদর করে বলছিস 'গাধু'?'

মরদ কা বাত হাতি কা দাঁত। শ্রীমদ্দাঠাকুরকে নমস্কার।

দশম পৃষ্ঠার পর, [দাদাঠাকুর]

তাঁর নিজের ভাই বনে গিয়েছিলেন, দাদাঠাকুরের সংসারের একজন লোক হয়ে গিয়েছিলেন। দাদাঠাকুরের সঙ্গে প্রতিনিয়ত অবস্থানের সৌভাগ্য পেয়েছিলেন বলে এই অদ্ভুত চরিত্রের মানুষটিকে খুব ভাল করে পরখ করতে পেরেছিলেন। ফলে নলিনীবাবুর দাদাঠাকুর এবং 'দাদাঠাকুর" ছায়াছবিতে ছবি বিশ্বাসের দাদাঠাকুর ভূমিকা শরৎ পণ্ডিত সম্বন্ধে সকলকে অনেক কথা জানিয়ে গিয়েছে। তথাপি সব কথা বলা হয়নি। পঞ্চাশ বৎসরেরও ঊর্দ্ধকাল তাঁর নিবিড় স্নেহচ্ছায়ায় থেকে সব সময় মনে হয়েছে এবং এখনও মনে হয় এমনটি আর হয় না। তাঁর উচ্চতা ও মহত্বের পরিমাপ আজও দেশের সামনে উপস্থাপিত হয়নি। তিনি এই বাল্মাকের রাজ্যে ছিলেন উন্নতশির গগনস্পর্শী এভারেষ্ট। আজ তাঁর জন্মদিনে সানন্দে সসম্ভ্রমে তাঁর স্মৃতিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে নিজকে ধন্য বোধ করছি।

প্রণাম

আমাদের সমাজের নানা দুঃখ দুর্দ্দশা আছে। কিন্তু সব চেয়ে বড় দুর্দ্দশা আমরা আত্মসম্মানজ্ঞান-হীন পশুতে পরিণত হচ্ছি ক্রমশঃ। সমাজে আজ এমন কোন লোক নেই যাঁকে প্রণাম ক'রে আমরা ধন্য হতে পারি, যাঁর আদর্শ আমাদের মনুষ্যত্বকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। এ যুগে স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়—আমাদের শ্রদ্ধেয় দাদাঠাকুর—এই রকম একটি প্রকৃত ব্রাহ্মণ ছিলেন। আজ তিনি নেই। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশেই সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করলাম। ধন্য হলাম।

—বনফুল

বিস্মৃত অতীত থেকে

আজ থেকে কয়েক যুগ আগে শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয় (দাদাঠাকুর) যখন কলিকাতায় থাকতেন, সেই সময়কার একটি ঘটনা দাদাঠাকুরের পুণ্য জন্ম-মৃত্যু দিনকে স্মরণ করে পাঠকদের সামনে তুলে ধরলাম।

—সম্পাদক, জঙ্গিপুর সংবাদ

এক সভায় নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পুত্র বিখ্যাত অভিনেতা সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় (দানীবাবু) উপস্থিত ছিলেন। সেই সভায় দাদাঠাকুরও ছিলেন। দানীবাবু দাদাঠাকুরকে বললেন, তাঁর চোখের দৃষ্টি নষ্ট হয়েছে, তবে দাদাঠাকুরের আগমনে তিনি খুব আনন্দ অনুভব করছেন। দাদাঠাকুর দানীবাবুর পাশে গিয়ে বসলেন। মিনিট কয়েক ধরে তাঁদের দু'জনের মধ্যে কি যেন কথা হল। দানীবাবু হেসে আকুল হয়ে উঠলেন। সেই সভায় অভিনেতা তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও উপস্থিত ছিলেন। তিনি দাদাঠাকুরকে বললেন, "দা'ঠাকুর, এটা কি রকম হল? আপনি এসে অবধি দানীবাবুর সাথে কথা বলছেন, আমাদের দিকে ফিরেও তাকাচ্ছেন না।" দাদাঠাকুর সেই মুহূর্ত্তে উত্তর দিলেন "গরীব ব্রাহ্মণ, যেখানে দেখি দানী, সেখানেই যাই, তোমার ত তিনটে কড়ি, বামুনের হুঁকোয় লাগে, তোমার কাছে কি করতে যাব?"